কলকাতা হাই কোর্ট

মহামান্য বিচারপতি **রবীন্দ্রনাথ সামন্ত**

হাসি বৈদ্য বনাম সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ-৭৯৩, ২৫.১১.২০২২ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

বিদ্যুৎ আইন (২০০৩ সালের ৩৬), ধারা ৪৩ - বিদ্যুৎ সংযোগ - দখলদারের জন্য - আবেদনকারী সরকারি জমি দখল করছিল, সে সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করেছিল এবং যেহেতু সে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সেখানে বসবাস করত, তাই তার জরুরিভাবে বিদ্যুতের প্রয়োজন-বিদ্যুৎ উপভোগ করলে বৈধ মালিকের খেতাব হারানোর জন্য অনধিকার প্রবেশকারীর পক্ষে কোনও অধিকার বা সমতা প্রদান করা হবে না-কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীকে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার যদি সে প্রাঙ্গনের দখলে থাকে - আবেদনকারী আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎ উপভোগের অধিকারী হবে। এ. আই. আর ২০১১ ক্যাল ৬৪ অনুসরণ করা হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ৯)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক প্যারাগুলি**
এ. আই. আর ২০১১ ক্যাল ৬৪ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং (২,৫)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে এ. ভেঙ্কটেশ; প্রতিবাদী পক্ষে টি. লাল, রাকেশ কুমার।

আদেশঃ_

1. রিট আবেদনকারী রিট পিটিশনে নির্দিষ্ট সরকারি জমির একজন দখলদার এবং তিনি তার উপর একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন।বাড়িটি নির্মাণের পর তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সেখানে বসবাস শুরু করেন।রিট আবেদনকারী তার বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষের কাছে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত ২০.১১.২০২২ তারিখের ৮৬৫২ নং একটি আবেদন জমা দিয়েছেন।কিন্তু তারা তাকে বিদ্যুৎ দিতে অস্বীকার করে।বিবাদী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে জানায় যে, বিভাগীয় কারিগরি কমিটি সরকারি জমি দখলকারীদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।আবেদনকারী বলেন যে জমির দখলকারী হিসাবে তিনি বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার অধিকারী।

2. ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ কর্তৃক ২০১০ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৪২৩ (এ. আই. আর ২০১১ ক্যাল ৬৪)-এ অন্যান্য রিট পিটিশন

সহ গৃহীত একটি রায় উল্লেখ করে আবেদনকারীর **পক্ষে মহামান্য কৌঁসুলি বলেছেন** যে, কোনও সরকারি জমি দখলদাররাও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার অধিকারী। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে মাননীয় আইনজীবী জোর দেন যে, আবেদনকারীকে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য উত্তরদাতা প্রতিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া উচিত।

3. প্রতিবাদীগন এর পক্ষে উপস্থিত মাননীয় আইনজীবী আবেদনকারীর আবেদনের বিরোধিতা করেন। এটি আবেদনকারীর মামলা যে তিনি একটি সরকারি জমির দখলদার এবং তিনি তার উপর বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন।পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সেখানে থাকার কারণে তার বাড়িতে জরুরিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন।

4. ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের রায়ে আমাদের হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ ২০১০ সালের ডব্লিউপি নং ৪২৩-এ অন্যান্য রিট পিটিশন (অভিমন্যু মজুমদার বনাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং অন্য একটি) (এআইআর ২০১১ ক্যাল ৬৪) সহ যে রায় দিয়েছে তা **নিম্নরূপঃ**_

"যেহেতু এই দ্বীপপুঞ্জগুলির সমস্ত জমি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত, তাই অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদের জন্য দেওয়ানি মামলা দায়ের করার প্রয়োজন নেই এবং অনধিকারপ্রবেশকারীদের ১৯৬৬ সালের আইনের আশ্রয় নিয়ে উচ্ছেদ করা যেতে পারে।তবে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী দখলে থাকা এই ধরনের অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আইনের অধীনে প্রদত্ত সরবরাহের শর্তাবলী মেনে বিদ্যুৎ আইনের ৪৩ ধারার সহায়তায় তার বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত।এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, এই ধরনের বিদ্যুতের উপভোগ বৈধ মালিকের মালিকানাকে অস্বীকার করার জন্য অনধিকার প্রবেশকারীর পক্ষে কোনও অধিকার বা সমতা প্রদান করবে না।

5. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মহামান্য হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ নিম্নলিখিত নির্দেশ সহ রিট পিটিশনগুলি মঞ্জুর করেছেঃ_

"প্রতিবাদীগন রিট আবেদনকারীদের বিদ্যুৎ দেবে যদি আবেদনকারীকে প্রাসঙ্গিক প্রাঙ্গনের স্থায়ী দখলে পাওয়া যায় এবং যতক্ষণ না তারা আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া দ্বারা বিতাড়িত না হয় ততক্ষণ তারা বিদ্যুৎ উপভোগের অধিকারী হবে।"

6. মহামান্য হাইকোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান রিট পিটিশনের তথ্যের ক্ষেত্রে

সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

7. তদনুসারে, রিট পিটিশনটি নিম্নলিখিত নির্দেশ সহ নিষ্পত্তি করা হলঃ_

8. রিট আবেদনকারী যদি প্রাসঙ্গিক চত্বরের স্থায়ী দখলে থাকেন এবং তিনি বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকারী হন, তা হলে প্রতিবাদীগনকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত আদেশ জানার তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিট আবেদনকারীকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য।

যতক্ষণ না তিনি আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা বিতাড়িত হন।

9. এটি উল্লেখ্য যে যেহেতু এই আদালত প্রতিবাদীগন কাছ থেকে হলফনামা আহ্বান করেনি, তাই রিট পিটিশনে করা অভিযোগ/বক্তব্যগুলি প্রতিবাদীগন দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

10. খরচের জন্য কোনও আদেশ দেওয়া হল না।

11. পক্ষগুলি আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করতে পারে।

12. যাইহোক, আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি পক্ষগুলি আবেদন করে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে সেটি পক্ষগুলিকে দেওয়া যেতে পারে।

আবেদন মঞ্জুর হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।